৭. শিক্ষা খাত সংক্রান্ত তথ্য

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। দেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে সরকার এ খাতে বিভিন্ন প্রকার সেবা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিনামূল্যে বই বিতরণ, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্রীদের জন্য আলাদা উপবৃত্তি ইত্যাদি। কিন্তু সরকারের এইসব প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও এ ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষা খাতের বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি বা অনিয়ম দেখে আমাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসে। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে:

- শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন না কেন?
- আমার মেয়ে উপবৃত্তি পায় না কেন?
- ছাত্র-ছাত্রীদের বই পেতে বিলম্ব হয় কেন?
- স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর উন্নয়ন খাতের নামে মোটা অংকের অর্থ দাবী করে কেন?

এ ধরনের প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আইনের ধারা ও বিধি অনুযায়ী জেলা বা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। নিচে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় শিক্ষাখাতের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হলো:

১. স্কুল (স্কুলের নাম) কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর উন্নয়ন খাতের নামে যে অর্থ দাবী করে সে ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত কি জানতে চাই।

২. স্কুলের উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ফি নেবার ব্যবস্থা আছে কি না এবং এই ধরনের অর্থ দেওয়া বাধ্যতামূলক কি না জানতে চাই।

৩. ঢাকা শহরের নাম করা বেসরকারী স্কুল ও কলেজগুলো অভিভাবকদের কাছ থেকে উচ্চ হারে টিউশন ফি নেওয়া ছাড়াও অন্যান্য ফি-এর নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করে থাকে। এ ব্যাপারে সরকারী নীতিমালা কি ? গত ২০০৯- ২০১০ শিক্ষা বছরে সরকার সরকারী নীতিমালা বহির্ভূত ফি নেওয়ার কারণে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কি না জানতে চাই।

৪. আমাদের কুষ্টিয়া জেলা স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন না। বিগত তিন মাসে কত জন শিক্ষক কর্মস্থলে বে-আইনীভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত হাজিরা খাতা ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখতে চাই।

৫. নারীদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের (ঋষি সম্প্রদায়) তা না পাবার কোন বিধান আছে কিনা জানতে চাই। সাতক্ষীরা জেলার তালা বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য গত শিক্ষা বছরে উপবৃত্তির জন্য কতো টাকা এবং কত জন ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

৬. দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই পাওয়ার কথা কিন্তু সব বই পেতে ৫-৬ মাস পার হয়ে যায়। গত শিক্ষা বছরে কাদের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের বই পেতে বিলম্ব হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা জানতে চাই। বই বিতরণের নীতিমালা পেতে চাই।

৭. স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল অভিভাবকদের কাছ থেকে উচ্চ হারে চাঁদা আদায় করে থাকে। এ ব্যাপারে সরকারী নীতিমালা কি?

শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য জেলা বা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। (আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে এই লেখার শেষে সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য। সেখানে আবেদনপত্র, আপিল ও অভিযোগ পত্রের নমুনা দেয়া হল।)